বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন(১৮৮০-১৯৩২)

মুসলিম সমাজে নারী মুক্তি ভাবনার সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল প্রতিকৃতি হচ্ছেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। শুধু ধর্ম শিক্ষার পরিবর্তে মুসলমান নারীদের শিক্ষার আধুনিকীকরণ, পর্দা নামক অজ্ঞানতা উচ্ছেদ, বিশ্বের নব উন্নত অবস্থায় নারীর অধিকার অর্জন, পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থার আরোপিত বন্ধনগুলিতে ছিন্ন করা- ইত্যাদি দাবি নিয়ে মোল্লা মৌলভীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মুসলিম তথা সমগ্র বঙ্গ নারী সমাজের জন্য বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন।

বাংলাদেশের এক রক্ষণশীল জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, পারিবারিক আগ্রহে তিনি গৃহে কিছুটা লেখাপড়া শেখেন।কিন্তু পরিবারের নিয়ম অনুযায়ী পাঁচ বছর বয়স থেকে রোকেয়াকে অপরিচিত মহিলাদের কাছেও পর্দা করতে হয়। বিবাহের পর তার স্বামী সাখাওয়াত হোসেন শিক্ষানুরাগী হওয়ায় তিনি স্বামীর সাহায্যে ইংরেজি উর্দু ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। উপরন্তু বাংলাভাষা চর্চা অব্যাহত রাখেন। সরকারি লেখাপড়ার কাজে তিনি স্বামীকে নিরন্তর সাহায্য করেন। ১৮০৯ সালে স্বামীর অকাল মৃত্যুর পর মুসলিম সমাজে নারীর উন্নতিসাধন তার সমস্ত কর্মপ্রণালীর একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

তার বিভিন্ন লেখাপত্রের মধ্যে দিয়ে তিনি তীব্রভাবে মুসলিম সমাজের মেয়েদের জীবনের অজ্ঞতা কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, অশিক্ষার তীব্র সমালোচনা করেন।তিনি তার *অর্ধাঙ্গী'* প্রবন্ধে সমাজে নর ও নারীর অবস্থানের ত্রুটি নির্দেশ করে দেখান যে যেমন কোন ব্যক্তির দুই হাত দুই পা সমান মাপের না হলে সে ব্যক্তির সোজা হয়ে দাঁড়ানো অসম্ভব কিংবা কোন গাড়ির একটি চাকা ও অপর চাকা ছোট হলে গাড়িটি অধিক দূর অগ্রসর হতে পারে না তেমনি সমাজ দেহের দুটি অঙ্গ নর-

নারীর সমান উন্নতির দ্বারাই প্রকৃত উন্নতি সম্ভব।শিক্ষিত স্বামী ও অশিক্ষিত স্ত্রীর মধ্যে মানসিক বিপুল ব্যবধানে ফলে নারী সমাজ ও পরিবারে যে নিজের যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে অক্ষম, তিনি তার বাস্তব চিত্র পেশ করেন।

বস্তুত নারী জাগরণ নারী মুক্তি ও নারী শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনাতেই তার সমগ্র সাহিত্যসাধনা প্রয়াস নিয়োজিত থেকেছে।তার *মতিচুর* গ্রন্থের প্রবন্ধসমূহ বক্তব্যের তীব্রতা ও লক্ষ্যভেদী স্পষ্টতায় সমাজের সংকীর্ণ চেতনাকে জর্জরিত করেছে। যা অধঃপতিত নারী সমাজের পক্ষে সুনির্দিষ্ট সওয়াল তোলে।তার *অবরোধবাসিনী* গ্রন্থটি নারীসমাজের অবরুদ্ধ নির্যাতিত জীবনের এক ঐতিহাসিক দলিল। বেগম রোকেয়ার একমাত্র উপন্যাস *পদ্মরাগ* সমাজ নিপীড়িত মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার কাহিনী বর্ণনা করে।তার *সুলতানার স্বপ্ন* গ্রন্থে তিনি উচ্চ স্থানের দায়িত্বপ্রাপ্ত নারীদের দ্বারা সুশাসন, দেশরক্ষ্ কৃষি-শিল্প বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি ইত্যাদি প্রদর্শন করে যুগপৎ নারীশক্তি সম্ভাবনার উপর গভীর আস্থা জ্ঞাপন করেন।সর্বোপরি জেনানা প্রথার বিরুদ্ধে এমন একটি মর্দানা প্রথা স্বপ্ন দেখেন যেটা এতদিন পুরুষশাসিত নারী অবরোধের বিরুদ্ধে তীব্র সঙ্ঘাত বর্ষণ করে।

রোকিয়া মনে করেন সমঅধিকার অর্জন প্রতিষ্ঠার দাঁড়ায় একমাত্র নারী মুক্তি সম্ভব । সে জন্য প্রয়োজন হলে নারীকে অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভর হতে হবে।স্বামী গৃহকাজে মেয়েরা যে পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করেন তদনুরূপ পরিশ্রমের দ্বারা মেয়েরা নিশ্চিত স্বাধীন জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারবেন এটাই ছিল তাঁর মত।

শুধু লেখার ক্ষেত্রে নয় বাস্তবেও কার্যক্ষেত্র তিনি সমান উদ্যমী পরিশ্রমী ও একাগ্র কর্মী ছিলেন। মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি **সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল** স্থাপন করেন, **১৯১৩** এ।রোকেয়ার অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের ফলে স্কুলটির উন্নতি হতে থাকে এবং বেশ কয়েকবছর পর মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত

হয়।বহু বাধাবিঘ্ন নিন্দা অপবাদ ও আর্থিক ক্ষতি সত্বেও তিনি আমৃত্যু বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য যুক্ত থাকেন।বাঙালি হিন্দু মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেথুন বিদ্যালয় যে ভূমিকা পালন করেছিল মুসলিম মেয়েদের ক্ষেত্রে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল অনুরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করে।স্কুলে শিক্ষকের অভাব দূর করার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তার বারংবার দাবির ফলে **১৯১৯** খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় **সরকারি মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল** স্থাপিত হয়। **১৯১৬** খ্রিস্টাব্দে রোকিয়া **আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম** নামে একটি নারী সমিতি স্থাপন করেন।অজস্র বিধবা নারীকে সাহায্য দান, লাঞ্ছিত নিপীড়িত নারীকে রক্ষা , সমাজ পরিত্যক্তা দুঃস্থ মেয়েদের এবং অনাথ শিশুদের সাহায্য দান,নারীশিক্ষা প্রসারে ও নারীর অধিকার রক্ষায় ইত্যাদি বহু কাজে এই সংগঠনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এই কাজেও রোকেয়া বহু বাধা ও নিন্দা ও সমালোচনার সম্মুখীন হন।১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতির সম্মেলনে বেগম রোকিয়া সভানেত্রী হিসেবে স্ত্রী শিক্ষা প্রসঙ্গে মুসলিম সমাজের প্রতিকূলতা ও প্রাণঘাতী অবরোধ প্রথা বিষয়ে জোরালো ভাষণ দান করেন।

গ্রামের দরিদ্র পরিবারে নিরক্ষর মেয়েরাও যাতে নানাভাবে অন্তত খানিকটা উপার্জন করতে পারে রোকেয়া সেকথাও চিন্তা করতেন। তার *চাষার দুক্ষু* ও *এন্ডি শিল্প* প্রবন্ধ দুটিতে তিনি এ বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। অন্যদিকে সুগৃহিনী কর্তব্য সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন।পরিমিত ব্যয়, পরিছন্নতা , স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা , রন্ধন্,পরিবার-পরিজনের যত্ন ,সন্তানপালন এইসকলেও তিনি সুগৃহিনী কর্তব্য হিসেবে গণ্য করতেন।

বস্তুত রোকেয়ার সমগ্র জীবন ও সাহিত্য সাধনা নারী মুক্তি ভাবনা ও সমাজনীতি প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিল। তার নারীমুক্তি ভাবনার প্রেরণা যে ইউরোপীয় নারী

জাগরণের আদর্শ সঞ্জাত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।পাশ্চাত্য শিক্ষিত স্বামীর সাহচর্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য গ্রন্থ পাঠ দ্বারা তিনি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে প্রগতিশীল মুসলিম নারী প্রজন্মকে বেগম রোকেয়া যে কি গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় বেগম সুফিয়া কামালের লেখায়। তার আত্মজীবনীমূলক রচনা *একালে আমাদের কাল* -এই গ্রন্থে বেগম সুফিয়া তার জীবনে রোকেয়ার প্রভাব সম্পর্কে বারেবারে সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন।নিজেও সময়কে অতিক্রম করে যাবার যে আধুনিকতার রোকেয়া নিজের জীবনে অর্জন করেছিলেন বিংশ শতকের শেষ পর্বে আধুনিক মুসলিম সমাজ সেই জন্য তাকে সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন করে চলেছে। মুসলিম তথা বঙ্গ নারী সমাজের অগ্রগতির অভ্রান্ত অনুসন্ধানী রূপে তিনি বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।